হঠাৎ

(১) রাতের রহস্য

23.08.2013

[দু-তলার উত্তর-পশ্চিম কোনের ঘর, হঠাৎ যে কি হল সেদিন রাতে! এক নিমেষে যেন সব কিছু ঘটে গেল, কী ভাবে সব যেন শেষ হয়ে গেল!!!]

জমিদার নিত্যচন্দ্র রায়চৌধুরী, গ্রামের বেশ গণ্য-মান্য এক ব্যক্তি ছিলেন, এক কথায় গ্রামের মোড়ল বললেই চলে, গ্রামের যেকোনো সুবিধা-অসুবিধায় মানুষ ছুটে আসে তার কাছে সমাধানের আশায়, তিনি স্বভাব-চরিত্রে বেশ ভালো লোকই বটে, তিনি থাকতেন তার পৈতৃক বাড়িতে, শুনেছি তার মায়েরা নাকি দুই বোন, আর তিনি ছিলেন চার ভাই, সব এক বাড়িতেই থাকতেন, গোটা পরিবারে তাদের একান্নবর্তী, ভাইয়ে-ভাইয়ে, বউয়ে-বউয়ে বেশ ভালোই মিল, দাদা-বৌদিরও কোনো অভাব ছিল না, তেমনিই ছিল অগাধ জমি-জমা, এরই পাশাপাশি ছিল তার চারিপাশে গড়া খানিক প্রজা, আর নিত্যবাবুর স্ত্রী? তার কথা বলা বাহুল্য, তার তুলনা হয় না, অত্যন্ত মিশুকে মানুষ ছিলেন তিনি, প্রত্যেক ভাইয়ের-ই দুটো-তিনটে করে ছেলে-মেয়ে, বেশিরভাগই অন্য কোথাও হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে, কেউ বা আবার হয়তো বিদেশে, শুধু বাড়ির শুধু মাত্র একটি মেয়ে নীলাঞ্জনাই বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত, তখনকার দিনে B.A. পাশ

৫-৬ মাঘ কৃষ্ণা শনিবার ২০৬৮
পঞ্চমী ঘঃ ৮/১৩/ষষ্ঠী শেঃ রাঃ ৬/১৪
Hizri - 19 Safar 1433
১৪ জনবরী ২০১২
Sunrise - 6.24 A.M.

JANUARY
14
SATURDAY

২৯ পৌষ শনিবার ১৪১৮
পঞ্চমী ঘঃ ৮/১৩/ষষ্ঠী শেঃ রাঃ ৬/১৪
Saka - 24 Pous 1933
অহম - ২৯ পুহ ১৪১৮
Sunset - 5.06 P.M.

৩০ পৌ
সপ্তমী
Saka -
অহম -
Sunris

Jan

তেরো এম.এ. পড়ছে, বাড়িতে তাকে সবাই, আদর করে নীলুই ডাকত, পড়াশোনায় কোনোদিনই ছিল বেশ বেপরোয়া মেয়ে ছিল, কারুর কোনোই তোয়াক্কা করত না, তাতে বাড়ির সকলেরই তার প্রতি একটু দুশ্চিন্তা ছিল, আসলে বাড়ির সবচেয়ে ছোট বলে কথা, আদুরে হতে এই দোষ দেখাতে ও বেশ সুন্দরী, এছাড়া আর এক জন ছেলে বাড়িতে থাকতো যার নাম ছিল ইমান, লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সে তো বাড়ির সব কেনে যার থাকতো, শোনা গিয়েছিল যে ইমানের চিকিৎসার মোটা অংকের টাকা সাহায্য সময় তাঁর সম্পত্তির অর্ধেকের বেশির ভাগ অংশই ইমানের নামে করে গিয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ ছিল ইমানের অসাফল্যতা, সব-সময়ই তার বাড়ি ভাই-বোনেদের চেয়ে সে পড়াশোনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল, নিজের ক্ষমতায় সেই কজন ভাবে কিছুই করে উঠতে পারে নি।

তাই-তো সেদিনই বিলাত থেকে ইমানের আর এক ভাই পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরলো, সম্ভবত নীলুর জ্যেঠতুতো দাদা, নাম তার সৈনাক, পড়াশোনায় বেশ ভালোই, বাপেদের মতোই কথার ধরন, চাল-চলনি, ব্যবহার, দেখতে, দেহের গঠন পেয়েছে, বিদেশ বলে না বাপেদের সোজা ছেলে, ছেলে দেশে ফিরছে শুনে তো তাই নিয়ে বাড়িতে খুব তোড়জোড় চলছে, এতদিন বাদে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরছে

JANUARY 2012 | S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

কেনা, তেত হলেন খাওয়া-দাওয়ার না হবে। কী কী জিনিষের দাম হবে, কী কী মাল বাজার থেকে আনা হবে সেই নিয়ে যত আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ছেলে বলে সবাই মিলে কেনাকাটা করতে যাবে সেই নিয়ে সারাদিন আলোচনা, মজাদার চললো।

চিঠি এল সোমবার দিন বিকেল চারটের ট্রেনে ছেলে আসবে। রজনী আগেই নিত্যগোপাল আর তার দাদা জগন দাস স্টেশনে গিয়ে হাজির হলেন, যথারীতি বাড়ির কারোর চিত্তে যেন চাঞ্চল্য বাজতে না বাজতেই ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করল, দুই ভাই সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বসে ছিলেন, সেখান থেকে ছুটে দৌড়ে ট্রেনের কাছে গেলেন। ছেলে ছোট বাঁচকা-বুচকা হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে এদিক-সেদিক বেলা-বেলি করে ট্রেন থেকে নামল, দেখেই মাত্র নিত্যগোপাল দৌড়ে গিয়ে নিমাইয়ের হাত থেকে দুখানি ব্যাগ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, তারপর তিনজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, রিক্সার অপেক্ষায়। স্টেশন থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় আড়াই ক্রোশ, তাই হেঁটে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যথারীতি একটি রিক্সা পেয়েও গেলেন, বাড়িতে পৌঁছালেন, সেদিন সারাদিনই ভালো মতো আনন্দ-মূর্তি, খাওয়া-দাওয়া চললো, পাড়ার এক সন্তান এই প্রথম জন্মেই তাদের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল।

এক সপ্তাহ বেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন রাতে বাড়ির সকল প্রতিদিনকার মতো তাড়াতাড়ি খেয়ে যে যার ঘরে শুতে চলে গেল, কিন্তু মাঝরাতে, সম্ভবত তখন চারটা দুটোর ঘরে পৌঁছেছে, সেই মুহূর্তেই কীসের যেন একটা খুব জোরে শব্দ কানে এসে হল, সবার ঘুম ভেঙে গেল সেই শব্দে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেই শব্দটা বুঝে ওঠার আগেই শব্দটা যেন আবার শোনা গেল, ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর কারোরই ঘুমাতে অসুবিধা হল না যে এটি গুলি বর্ষণের শব্দ ছিল, দ্বিতীয়বার শব্দটা শোনা মাত্রই সকলে নিজেদের শোবার ঘর থেকে দুরে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে দেখে সেই বাড়িরই আর এক ভাই-এর ছেলে ছোঁটা, অর্থাৎ নীলুর দাদা বারান্দায় পায়চারি যেতে যেতে হঠাৎ তাদের দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে বলল যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই ভাবে, এই কম্পাউন্ড ভেতর জানতে চাওয়ার আগেই হঠাৎ দেখা গেল নীলুর আর এক দিদি স্বর্ণ দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, নামতেই সামনে দেখে কেমন যেন চমকে গেল, চোখ দুটি এদিক ওদিক বেয়ে মুখটি কালো জালা ঘর মুছে ঘরের দিকে চলে গেল।

এক মুহূর্তের জন্য সবাই হঠাৎ ছোঁটা এবং স্বর্ণকে দেখে গুলি বর্ষণের শব্দটির কথা ভুলেই গিয়েছিল, সবার তখন

কিন্তু তেই খুঁটি-খুঁটি আরম্ভ করে দিল এবং এদের-ওদের, ঐ বাড়ি, ঐখান খুঁজতে লাগল শব্দটি আসল কোন দিক থেকে পাওয়া গেল, খুঁজতে খুঁজতে এর শেষে সবাই যখন দুতলার উত্তর-পশ্চিম কোনে ইমানের ঘরে গিয়ে পৌঁছালো, দেখে ঘরের দরজাটা হাঁ করে খোলা এবং ঘরের বাতিটাও জ্বলছে, তাই দরজার মুখে আসতেই ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখতে খুব একটা অসুবিধা হল না, দরজার মুখে আসতেই সবাই চমকে গেল, দেখে সবার শরীর যেন হিম হয়ে গেল, ঘরের মেঝেতে ইমানের মৃত হওয়া রক্তাক্ত দেহটি পড়ে রয়েছে, সবাই তো কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

সবার মনেই কৌতূহলী প্রশ্ন হানা দিয়েছিল, তার মধ্যে প্রশ্নের উত্তর তো তারা পেয়েগিয়েছিল, যে দিক কোন দিক থেকে গুলি চালনের শব্দটি তারা পেয়েছিল, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, যে সেই শব্দে তারা ছুটে এসেছিল, ঐ সেখিল, কিন্তু তারই অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ বন্ধুদেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

পরের দিন সকালেই সি.ডি.আই তদন্তের জন্য আনানো হয়, সাথে লোকাল পুলিশও আসেন, কিন্তু কোথায় গেল সেই বন্ধুটি? কী কারণ সেদিন রাতে? কী করে কাটে গেল এইসব? কেউ কি ইচ্ছাকৃত হত্যা করল তাকে? নাকি সে নিজেই আত্মহত্যা করল? কেউ এর আসল উত্তর খুঁজে পেল না।

যে সে নিজে আত্মহত্যা করেনি এই ব্যাপারটা সত্যর কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কারণ তার হাতে বন্দুকটি ছিল না। কিন্তু এইসব প্রশ্নের উত্তর বাড়ির লোক কী পুলিশও খুঁজে বের করতে পারেনি, আজও সবই রহস্য রহস্যই থেকে গেল !!! রাতের অন্ধকারে !!!!!

O ——— X ——— O